গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের নাম:

জনাব মো. খলিলুর রহমান, যুগ্মসচিব ও সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

জনাব আমিনুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

পরিদর্শনের তারিখ: ০৩ নভেম্বর ২০১৮

গত ০৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ, বিকাল ৫ টা থেকে রাত ৮.৩০ মিনিট সময়কালে জনাব খলিলুর রহমান, সমন্বয়কারী (যুগ্মসচিব), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল বরিশাল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্লেস ও রেস্টুরেন্ট পরিদর্শন করেন। এ সময়কালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পর্যবেক্ষন করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ডা. মো. মনোয়ার হোসেন, সিভিল সার্জন বরিশাল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বরিশাল সার্কিট হাউজে ০৩ নভেম্বর বিকালে জেলা প্রশাসক, বরিশাল ও সিভিল সার্জন, বরিশাল এর সঙ্গে আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সার্বক্ষণিক সমন্বয়কারীর সঙ্গে এসব পরিদর্শনে উপস্থিত থেকে আলোকচিত্র গ্রহণ ও তথ্য লিপিবদ্ধ করেন।

পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহ: (১) শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল (২) বরিশাল লঞ্চ টার্মিনাল (৩) ইসলামিয়া হোটেল বাঁন্ধ রোড (লঞ্চঘাটের সামনে), (৪) গার্ডেন ইন রেস্টুরেন্ট, সোবহান কমপ্লেক্স, সদর রোড (৫) হ্যান্ডি কড়াই, সদর রোড (৬) ট্রমা সেন্টার ও সেভ হেলথ হসপিটাল ইনস্টিটিউট, সদর রোড, বরিশাল।

জেলা প্রশাসক, বরিশাল ও সিভিল সার্জন, বরিশাল এর সঙ্গে সভা

বিকাল ৫টায় সার্কিট হাউজের সভা কক্ষে জেলা প্রশাসক, বরিশাল ও সিভিল সার্জন, বরিশাল এর সঙ্গে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও টাস্কফোর্স কমিটি সক্রিয়করণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সমন্বয়কারী, এনটিসিসি প্রতি মাসে অন্তত একটি মোবাইল কোর্ট তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসক-কে অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে বরিশাল জেলার আওতাধীন অন্যান্য উপজেলাসমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিংয়ের অনুরোধ করেন। এসব মোবাইল কোর্টে প্রতিবেদন এনটিসিসি-তে প্রেরণ সম্পর্কেও অবহিত করেন।

জনাব মো. অজিয়র রহমান, জেলা প্রশাসক, বরিশাল জানান যে, তিনি ইতোপূর্বে খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) বাস্তবায়নে অনেক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছেন। এখানেও এ আইন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এখানে উপস্থিত রয়েছে, সে এ আইন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদেরও নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

ডা. মো. মনোয়ার হোসেন, সিভিল সার্জন, বরিশাল জানান, টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া আইন মনিটরিংয়ের জন্য অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

হাসপাতালের অভ্যন্তরে পৃথক স্থানে ছয়টি লিফটের সামনে এবং জরুরি বিভাগের প্রবেশ পথ, লবি/বারান্দায় কোন কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ দেখা যায়নি। হাসপাতালের অভ্যন্তরে অন্যান্য স্থানেও প্রায় একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

হাসপাতালের অভ্যন্তরে জরুরি বিভাগের বারান্দায় নো স্মোকিং সাইনেজ নেই। প্রধান প্রবেশ পথের নিকটবর্তী সিড়িতে নো-স্মোকিং সাইনেজ দেখা গেলেও তা বিবর্ণ হয়ে গেছে। এছাড়া জরুরি বিভাগের বাইরে রেস্টুরেন্টের প্রবেশ পথের ডান পাশে দোকানে সিগারেট বিক্রি হয় এবং সিগারেটের প্রচারণা লক্ষ্য করা যায় ।

(১) শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল

আইন অনুযায়ী হাসপাতাল প্রাঙ্গণ শতভাগ ধূমপানমুক্ত প্রতিষ্ঠান। হাসপাতালের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ বিদ্যমান থাকার কথা। কিন্তু হাসপাতালের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনকালে দেখা যায়:

(১) ভবনের অধিকাংশ স্থানে, বিশেষ করে, কোন প্রবেশ পথ, প্রত্যেক ফ্লোরের লম্বা বারান্দা, লিফট্-গুলোর সামনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ (নো স্মোকিং সাইনেজ) দেখা যায়নি। হাসপাতালের এসব স্থানে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ থাকা জরুরি।

(২) কয়েকটি পুরাতন সাইনেজ দেখা গেলেও সেগুলোতে লেখা ও নো-স্মোকিং লোগোর রং প্রায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। প্রধান প্রবেশ পথের কাছে একটি সিড়িতে এমনই একটি বিবর্ণ সাইনেজ দেখা যায়।

(৩) হাসপাতাল প্রাঙ্গণের জরুরি বিভাগের বাইরে ক্যান্টিনের সামনে একটি দোকানে সিগারেট বিক্রয় হয়। এখানে স্টার সিগারেটের মূল্যতালিকা সম্বলিত লিফলেট দেয়ালে সাঁটানো অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়া হাসপাতাল প্রাঙ্গণে (প্রধান প্রবেশ পথের সামনে) কয়েকজনকে ধূমপান করতে দেখা যায়।

<u>সুপারিশ:</u> আইন অনুযায়ী হাসপাতাল প্রাঙ্গণ ধূমপানমুক্ত রাখার লক্ষ্যে হাসপাতাল ভবনের সকল প্রবেশ পথ/বহির্গমণ, সকল বারান্দায়, ওয়ার্ডের প্রবেশ পথ, লিফট্ এর সামনেসহ বিভিন্ন স্থানে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করা এবং ক্যান্টিনের পাশের পণ্যসামগ্রীর দোকানে সিগারেট বিক্রয় বন্ধের জন্য পরিচালক বরাবর পত্র প্রদান করা যেতে পারে।

(২) বরিশাল সদর লঞ্চ টার্মিনাল

আইন অনুযায়ী লঞ্চ টার্মিনাল পাবলিক প্লেস ও ধূমপানমুক্ত এবং ধূমপানমুক্ত স্থান হিসাবে টার্মিনালের বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়। কিন্তু পরিদর্শনকালে দেখা যায়:

(১) আইন অনুযায়ী কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ দেখা যায়নি। গ্রামীণ ফোন 'ধূমপানমুক্ত এলাকা' লেখা সম্বলিত ছোট আকারের যে সাইনেজ স্থাপন করেছে, তা আইনসম্মত হয়নি।

তাছাড়া গ্রামীণ ফোনের বিশাল প্রচারণার আড়ালে ছোট আকারের সতর্কতা নোটিশ দৃশ্যমান হয়ে উঠে না।

বরিশাল লঞ্চ টার্মিনালের পল্টুনে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রের তিনটি ছবি

(২) টার্মিনালে অনেককে ধূমপান করতে দেখা গেছে। এতে অধূমপায়ীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে।

(৩) টার্মিনালের পল্টুনে অনেককে তামাকের বিক্রয়কেন্দ্র দৃশ্যমান। যেখানে লোকজন সিগারেট কিনছে ও ধূমপান করছে। এতে অধূমপায়ী যাত্রীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে।

<u>সুপারিশ:</u> আইন অনুযায়ী লঞ্চ টার্মিনাল ধূমপানমুক্ত রাখার লক্ষ্যে টার্মিনালের সকল প্রবেশ/বহির্গমণ পথ, বারান্দা/লবি, যাত্রীদের আসা-যাওয়ার পথ, পল্টুনের বিভিন্ন স্থানে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করা এবং পল্টুনে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় বন্ধের জন্য সদর লঞ্চ টার্মিনাল বরাবর বরাবর পত্র প্রদান করা যেতে পারে। এর অনুলিপি গ্রামীণ ফোন কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাকে প্রদান করা যেতে পারে।

(৩) ইসলামিয়া হোটেল (রেস্টুরেন্ট), বাঁন্ধ রোড (লঞ্চঘাটের সামনে)

বরিশাল লঞ্চ টার্মিনালের বিপরীত পাশে প্রধান সড়কে (বাঁন্ধ রোড নামে পরিচিত) অবস্থিত একটি ছোট আকারের ব্যস্ত রেস্টুরেন্টের নাম ইসলামিয়া হোটেল (রেস্টুরেন্ট)। টার্মিনালের সামনে হওয়ায় সবসময় ক্রেতায় পরিপূর্ণ থাকে এ রেস্টুরেন্ট। এ রেস্টুরেন্ট পরিদর্শনকালে দেখা যায়,

(১) রেস্টুরেন্টটি পরিপূর্ণ। এতে কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ নেই।

(২) এনটিসিসি'র সমন্বয়কারী ও সিভিল সার্জন, বরিশাল রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার-কে আইন সম্পর্কে অবহিত করেন এবং দোকানে নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর পরামর্শ দেন। ম্যানেজার সমন্বয়কারী মহোদয়কে অবহিত করেন, দোকানটি নতুনভাবে সাজানো হয়েছে, তাই এখনও নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানো হয়নি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তা লাগানো হবে।

<u>সুপারিশ</u>: স্যানিটারি ইনস্পেক্টর এর মাধ্যমে এ হোটেলে নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর বিষয়টি মনিটর করার জন্য সিভিল সার্জন, বরিশাল-কে একটি পত্র দেয়া যেতে পারে। এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাকে প্রদান করা যেতে পারে।

(৪) গার্ডেন ইন রেস্টুরেন্ট, সোবহান কমপ্লেক্স, সদর রোড

বরিশাল শহরের একটি বড় রেস্টুরেন্ট গার্ডেন ইন রেস্টুরেন্ট, যা সদর রোডের সোবহান কমপ্লেক্স বিপণি বিতানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। বরিশাল শহরের বড় বিপণি বিতানের অভ্যন্তরে এ রেস্টুরেন্টের অবস্থান হওয়ায় সবসময় ক্রেতায় পরিপূর্ণ থাকে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়,

(১) এতে কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ নেই।

(২) এনটিসিসি'র সমন্বয়কারী ও সিভিল সার্জন, বরিশাল রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার-কে আইন সম্পর্কে অবহিত করেন এবং দোকানে নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর

পরামর্শ দেন। ম্যানেজার আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তা লাগানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সুপারিশ: স্যানিটারি ইনস্পেক্টর এর মাধ্যমে এ হোটেলে নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর বিষয়টি মনিটর করার জন্য সিভিল সার্জন, বরিশাল-কে একটি পত্র দেয়া যেতে পারে। এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাকে প্রদান করা যেতে পারে।

(৫) হ্যান্ডি কড়াই, সদর রোড, বরিশাল

এটি বরিশাল শহরের অন্যতম অভিজাত একটি রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট, যা সদর রোডে অবস্থিত। পরিদর্শনকালে দেখা যায়,

(১) এতে কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ নেই।

(২) এনটিসিসি'র সমন্বয়কারী ও সিভিল সার্জন, বরিশাল রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালনরত অন্যান্যদের-কে আইন সম্পর্কে অবহিত করেন এবং দোকানে নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর পরামর্শ দেন। তারা সমন্বয়কারী মহোদয়কে অবহিত করেন, বিষয়টি ম্যানেজারকে অবহিত করবেন এবং দ্রুত নো স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সুপারিশ: স্যানিটারি ইনস্পেক্টর এর মাধ্যমে এ হোটেলে নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর বিষয়টি মনিটর করার জন্য সিভিল সার্জন, বরিশাল-কে একটি পত্র দেয়া যেতে পারে। এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাকে প্রদান করা যেতে পারে।

(৬) ট্রমা সেন্টার ও সেভ হেলথ হসপিটাল ইনস্টিটিউট, সদর রোড, বরিশাল

সদর রোডে পাশাপাশি দুটি পৃথক ভবনে অবস্থিত ট্রমা সেন্টার ও সেভ হেলথ হসপিটাল ইনস্টিটিউট। এ দুটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়,

(১) ট্রমা সেন্টার ও সেভ হেলথ হসপিটাল ইনস্টিটিউট – কোথাও কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ নেই।

(২) ছোট একটি প্রবেশ পথ ও ভিতরে পৃথক দুটি কক্ষ নিয়ে ট্রমা সেন্টার। ফ্রন্ট ডেস্কে দায়িত্বরত ব্যক্তিকে এনটিসিসি'র সমন্বয়কারী ও সিভিল সার্জন, বরিশাল আইন সম্পর্কে অবহিত করেন। দায়িত্বরত ব্যক্তি ট্রমা সেন্টারের মালিকের সঙ্গে সিভিল সার্জন, বরিশাল-কে মোবাইল ফোনে সংযোগ করে দেন। এ সময় সিভিল সার্জন মালিককে ফোনে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ও আইন অনুযায়ী নো স্মোকিং সাইনেজ লাগানো সম্পর্কে অবহিত করেন।

(২) সেভ হেলথ হসপিটাল ইনস্টিটিউটে অনেক রোগী ও দর্শনার্থী লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ ছিল না। সিভিল সার্জন, বরিশাল পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে তাদের অবহিত করবেন।

সুপারিশ: সিভিল সার্জন কার্যালয় ও তাঁর অধীনস্ত স্যানিটারি ইনস্পেক্টর এর মাধ্যমে এ দুটি ক্লিনিকে (ট্রমা সেন্টার ও সেভ হেলথ হসপিটাল ইনস্টিটিউট) নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর বিষয়টি মনিটর করার জন্য সিভিল সার্জন, বরিশাল-কে একটি পত্র দেয়া যেতে পারে। এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাকে প্রদান করা যেতে পারে।

প্রতিবেদন প্রণয়নকারীর স্বাক্ষর